দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23/10/78 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... 4 ...

142

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ নিয়োগের সুপারিশ

জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (এনইএসি) ।—শিক্ষা প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করেছেন। জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের (ডিইএ) আগাগোড়া পুনর্বিন্যাস হবে এই বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তি।

রোববার এনা পরিবেশিত এ খবরে বলা হয়, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতির সংশোধিত প্রাথমিক খসড়ায় এই সুপারিশ করা হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে খসড়াটি বর্তমানে এনইএসি-তে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।

খসড়ায় বলা হয়েছে, ডিইএ হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এর একজন নির্বাহী পরিচালক থাকবে, যিনি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এছাড়া এর একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং একটি নির্বাহী পরিষদও থাকবে। জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সী ও স্থানীয় সরকারের সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, মহিলা ও ছাত্রদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে নিয়ে এই ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। এছাড়া, এ কমিটিতে কলেজ, মাধ্যমিক স্কুল, কারিগরি বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতিগুলো থেকে একজন করে প্রতিনিধি ও জেলার সকল শিক্ষক দ্বারা নির্বাচিত অন্যান্য শিক্ষক প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত দুজন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জেলায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার প্রতিনিধি ও অন্যদের নেয়া হবে।

খসড়ায় বলা হয়েছে, ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল স্থায়ী সদস্য নির্বাহী পরিষদের সদস্য হবেন এবং নির্বাহী পরিচালক হবেন এর চেয়ারম্যান।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, বয়স্ক, অ-প্রাতিষ্ঠানিক ও বিশেষ শিক্ষার জন্য জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পৃথক পৃথক বিভাগ থাকবে। সেইসঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পরিদর্শন, পরিকল্পনা ও সাধারণ প্রশাসন বিভাগও থাকবে বলে খসড়ায় সুপারিশ করা হয়েছে।

এতে মন্তব্য করা হয়েছে যে পুনর্গঠিত জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করলে বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দরকার হবে না। এতে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুরূপ ঢাকা মেট্রোপলিসের জন্যে একটি মেট্রোপলিটন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

খসড়ায় বর্তমান বিভাগগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র দেশকে চারটি 'শিক্ষা অঞ্চলে' বিভক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এসব অঞ্চলে ৮টি আঞ্চলিক পরিদফতর স্থাপন করা হবে—এর চারটি হবে সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত এবং চারটি কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত। পরিদফতরগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পর্কে খসড়ায় সুপারিশ করা হয়েছে যে দেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বায়ত্তশাসিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটি বিশ্ববিদ্যালয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এ আইন ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রণীত হতে পারে। খসড়ায় ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধনী বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসমূহ গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া দরকার।

খসড়ায় নীতি সংক্রান্ত বিষয় বাদে চিকিৎসা শিক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। অবশ্য চিকিৎসা শিক্ষার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর বলে খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের শতকরা ৭৫ ভাগ পদে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। পরিচালনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগেরও একই নীতি অনুসরণ করা উচিত বলে খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে ডিগ্রী কলেজগুলোর শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয় পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একাডেমিক কমিটি গঠিত হওয়া দরকার। এ কমিটিতে থাকবে ৫ জন সদস্য—২ জন অভিজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং একজন অধ্যক্ষ সহ ৩ জন কলেজ শিক্ষক।

খসড়ায় আরও সুপারিশ করা হয়েছে যে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদই হবে সর্বোচ্চ সংস্থা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্যে দায়ী থাকবেন। পরিষদের একটি স্থায়ী দফতর থাকবে বলেও খসড়ায় উল্লেখ করা হয়।